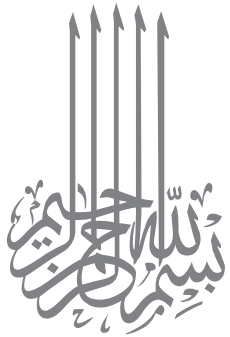

العقيدة الميسرة

من الكتاب العزيز والسنة المطهرة

বই	**সহজ ইসলামী আকীদা**
মূল	ড. আহমাদ ইবন আব্দুর রহমান আল-কাদ্বী
অনুবাদ	মিজানুর রহমান ফকির
সম্পাদনা	প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রকাশনায়	দারুল কারার পাবলিকেশন্স ও কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ (CWI)

العقيدة الميسرة

সহজ

ইসলামী আকীদা

ড. আহমাদ ইবন আব্দুর রহমান আল-কাদ্বী

অধ্যাপক, আকীদা বিভাগ, আল-কাসীম বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

অনুবাদ

মিজানুর রহমান ফকির

দাওরায়ে হাদিস, মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্স, মিরপর-১, ঢাকা।
বিএ (অনার্স), এমএ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সম্পাদনা

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পি.এইচ.ডি. (আকীদা), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
প্রফেসর, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

দারুলকারার পাবলিকেশন্স

CWI কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে ইসলামের সুমহান নিয়ামতের প্রতি পথ নির্দেশ করেছেন। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, হিদায়াতের আলোকবর্তিকা, সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পবিত্রতম পরিবার-পরিজন ও অনুসারী সাহাবায়ে কেরামের ওপর। অতঃপর...

বিশুদ্ধ আকীদাই ঈমান, যা থেকে মুসলিম হৃদয়ে ঈমানের প্রাণশক্তি ও চেতনা সঞ্চারিত হয়। এরপর তা ইন্দ্রিয়ে, আচরণে ও উচ্চারণে প্রকাশ পায়। ইসলামের সুবিশাল অট্টালিকা এই আকীদা নামক সুদৃঢ় স্তম্ভের ওপর স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সফলতা ও কামিয়াবী এই বিশুদ্ধ আকীদার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশুদ্ধ আকীদা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করার মধ্যেই মানব জীবনের চূড়ান্ত সফলতা নিহিত। এটি সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয, যা থেকে এক মুহূর্তও বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এর মাধ্যমেই অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকেরা মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম মানব শ্রেণিতে পরিণত হয়েছেন, যার ছোঁয়ায় সাহাবীগণ দিগ-দিগন্ত জয় করেছেন, পদানত করেছেন তাবৎ বিশ্বের সকল পরাশক্তিকে। পক্ষান্তরে এ আকীদার অবিদ্যমানতায় ব্যক্তি ও মানব সমাজে নেমে আসে ব্যর্থতা ও পরাজয়। আখেরাতে ভোগ করতে হয় চিরস্থায়ী শাস্তি ও দণ্ড। যার অন্তরে বিশুদ্ধ ঈমান ও সঠিক আকীদা রয়েছে সে জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতে প্রবেশ করবে। এর বিপরীতে ঈমান ও আকীদাভ্রষ্ট ব্যক্তি যতই সদাচারী ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হোক না কেন কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

পর্যালোচনাধীন **'সহজ ইসলামী আকীদা'** গ্রন্থটিতে আকীদার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কী চিন্তাধারা ও মত পোষণ করেছিলেন তা অত্যন্ত সহজ-সরল ও বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং একে প্রসিদ্ধ হাদীস 'হাদীসে জিবরীল'-এ বর্ণিত ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের বিন্যাস অনুসারে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি নিবন্ধের অধীনে এই বিষয়ে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার পাশাপাশি সঠিক আকীদার বিষয়গুলোর বিপরীত পন্থার খণ্ডন করা হয়েছে, যাতে পাঠক মহল ইসলামী আকীদার মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সহজভাবে বুঝতে সক্ষম হন।

আমি গ্রন্থটির মূল আবেগ ও বক্তব্য হুবহু ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, তথাপি আমরা কেউ-ই ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই সুবিবেচক পাঠকের কাছে কোনো অসংগতি ও ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবগত করতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। পরবর্তী প্রকাশনায় আমরা তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

বক্ষমাণ গ্রন্থটিকে খুবই সযত্নে অক্ষরে অক্ষরে দেখে প্রকাশযোগ্য করে তুলেছেন শ্রদ্ধেয় উস্তাদ প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া হাফিযাহুল্লাহ। তাঁর ঋণ কখনোই পরিশোধ করার মতো নয়। আমার বিশ্বাস, সকল শ্রেণির পাঠক এ বইটি থেকে উপকৃত হতে পারবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের রক্ষাকবচ সফলতার মূল হাতিয়ার ঈমান ও আকীদার সঠিক জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে সব ধরনের কুফরী, শির্কী ও বিদ'আতী আকীদা থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ আকীদার ওপর আমৃত্যু অটল ও অবিচল রাখেন এই কামনায়–

মিজানুর রহমান ফকির
ফকিরের বাজার, বারহাট্টা, নেত্রকোণা।
ডিসেম্বর ২০২৩

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে দয়া করে তাঁর ওপর ঈমান আনার তাওফীক দিয়েছেন। সালাত ও সালাম পেশ করছি মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি ঈমানের মিশনকে সকল বিশ্বাস ও কর্মের আগে উম্মতের সামনে তুলে ধরেছেন।

রাসূলের যুগ থেকে শুরু করে সাহাবায়ে কেরামের যুগে ঈমান ও আকীদার বিচ্যুতি ছিল না। তাই তখনকার সময়ে সে ব্যাপারে গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু দিন যতই অতিবাহিত হলো ততই মানুষ সঠিক ঈমান ও আকীদা থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। শিয়াদের আগমন হলো, যারা এমন অনেক বানোয়াট ও মিথ্যা আকীদা আবিষ্কার করল যা কখনও আল্লাহর বাণী কুরআনে বলা হয়নি এবং রাসূলের হাদীসেও তা সাব্যস্ত হয়নি। আর উম্মতের সালাফগণও এসব কিছু বর্ণনা করেননি। এভাবে কাদারিয়া ও জাবারিয়া ফের্কার লোকদের আবির্ভাব ঘটল। তারপর আসে তথাকথিত দার্শনিক, জাহমিয়া ও তাদের অনুসারী মু'তাযিলারা। তাদের সাথেই যুক্ত হয় মূলনীতিতে একাত্ম পোষণকারী পোষণকারী তাদেরই বিশেষ অনুসারী আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের লোকেরা। আবার কিছু লোক দেখা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর শব্দগত ব্যাখ্যা করে পথভ্রষ্টতাকেই স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করে। এদেরকেই খারেজী সম্প্রদায় বলে সাহাবায়ে কেরামের মুখ থেকে সাবধানকৃত ফের্কা হিসেবে জানা যায়। তারপর আসে সূফীবাদীরা, তারা কুরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করায়।

এসব অজ্ঞতা ও মুর্খতার মাঝেও হাদীসশাস্ত্রের আলেমগণ তাদের গ্রন্থসমূহে বিশুদ্ধ আকীদার চর্চা অব্যাহত রাখেন। অনেকে আবার স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেন। তাদের দলে যুক্ত হতে শাইখ ড. আহমাদ ইবন আবদুর রহমান আল-কাদ্বীও **'আল-আকীদাতুল মুয়াসসারাহ' (সহজ ইসলামী আকীদা)** গ্রন্থটি রচনা করেন। আমি গ্রন্থটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে সেটিকে সকলের জন্য আবশ্যক মনে করেছি। গ্রন্থটিকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ করতে আমার সহকারী মাওলানা মিজানুর রহমান ফকিরকে বলেছি। তারপর আমি অধম তা সম্পাদনা করেছি।

আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি। আর এটিকে গ্রন্থকার, তার লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও রাসূলের সাথে সম্পৃক্তকারীদের সকলকে হাশরের ময়দানে এর দ্বারা উপকৃত করুন। আমীন!

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রফেসর, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
১৮/১২/২০২৩, রাত ২:০৬

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৫

সম্পাদকের কথা ৭

ভূমিকা ১৫

কুরআন সুন্নাহের আলোকে সহজ আকীদা ১৯

১- আল্লাহর ওপর ঈমান ২১

প্রথমত: আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর ঈমান ২১

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ ২২

আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী ৩১

দ্বিতীয়ত: রুবুবিয়্যাতের ওপর ঈমান ৩৫

রুবুবিয়্যাতের ভিত্তি ৩৫

আল্লাহর আমর বা নির্দেশের প্রকারভেদ ৩৯

কুরআন থেকে রুবুবিয়্যাতের প্রমাণ ৪০

যারা রুবুবিয়্যাতে শরীক করে ৫৩

তৃতীয়ত: উলূহিয়্যাতের ওপর ঈমান ৫৬
ইবাদতের প্রকারভেদ ৫৮
শির্কের পরিণতি ৬৯
শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিদের কিছু নমুনা ৭০
শির্কের মাধ্যম হতে সাবধান করা ৭১
নিষিদ্ধ অসীলার বর্ণনা ৭২
বৈধ অসীলার বর্ণনা ৭৩
চতুর্থত: আল্লাহর নাম ও গুণসমূহের ওপর ঈমান ৮২
আল্লাহর সিফাতসমূহের প্রকারভেদ ৮২
কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ তা'আলার কিছু সিফাত ৮৫
সিফাতের বিষয়ে পথভ্রষ্ট দলগুলোর আলোচনা ৮৯
২- ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান ৯৪
প্রথমত: তারা সম্মানিত, নেককার নৈকট্যপ্রাপ্ত আল্লাহর অনুগত এবং তাঁর ভয়ে ভীত-শঙ্কিত বান্দা ৯৪
দ্বিতীয়ত: তাদেরকে মহৎ নামে ডাকা হয় ৯৬
তৃতীয়ত: তারা নূরের তৈরি, বিশাল ডানা বিশিষ্ট এবং বিভিন্ন আকৃতির অধিকারী ৯৬
চতুর্থত: তারা সারিবদ্ধভাবে তাসবীহ পাঠ করছে ৯৮
পঞ্চমত: তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে ৯৯
ষষ্ঠত: তারা বিভিন্ন প্রকার কর্ম সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত ১০১

৩- আসমানী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান ১১০

প্রথমত: এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত—এর ওপর ঈমান আনয়ন করা ১১০

দ্বিতীয়ত: যেসব কিতাবের নাম আমরা জানতে পেরেছি তার প্রতি নির্দিষ্টভাবে এবং যেগুলোর নাম জানি না, তার প্রতি সামগ্রিকভাবে ঈমান আনয়ন করা ১১১

তৃতীয়ত: কিতাবসমূহের অবিকৃত বিধানাবলীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ১১৩

চতুর্থত: কুরআনের বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করা ১১৬

পঞ্চমত: সমগ্র কিতাবের ওপর ঈমান রাখা এবং কিতাবের কোনো অংশকে বাদ না দেয়া ১১৮

ষষ্ঠত: কিতাবের কোনো অংশকে গোপন করা, কোনো প্রকার বিকৃতি করা, মতানৈক্য করা এবং এক অংশ দ্বারা অপর অংশকে অকার্যকর সাব্যস্ত করাকে হারাম বলে বিশ্বাস করা ১১৮

৪- রাসূলগণের ওপর ঈমান ১২১

প্রথমত: একথা বিশ্বাস করা যে, তাদের রিসালাত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা অনুসারে এসেছে ১২২

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর সকল রাসূলগণের ওপর ঈমান আনা। যাদের নাম আমরা জানতে পেরেছি তাদের প্রতি নির্দিষ্টভাবে, আর যাদের নাম জানতে পারিনি তাদের প্রতি সামগ্রিকভাবে ঈমান আনতে হবে ১২৩

তৃতীয়ত: তাদের সত্যায়ন করা এবং তারা আল্লাহ সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা ১২৫

চতুর্থত: তাদের আনুগত্য করা, অনুসরণ করা এবং তাদের নিকট বিচার-ফয়সালার ভার অর্পণ করা ১২৬

পঞ্চমত: তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাদেরকে ভালোবাসা এবং তাদের সম্মান রক্ষা করা, তাদের প্রতি সালাম প্রদান করা ১২৮

৫- শেষ দিবসের ওপর ঈমান ১৩১

প্রথমত: মৃত্যুর পরে যা ঘটবে তার ওপর ঈমান ১৩১

দ্বিতীয়ত: কিয়ামত ও তার আলামতসমূহের ওপর ঈমান ১৩৫

তৃতীয়ত: পুনরুত্থানের ওপর ঈমান ১৩৭

চতুর্থত: কিয়ামতে কুবরা বা বড় দাঁড়ানোর ওপর ঈমান ১৩৮

পঞ্চমত: হিসাব-নিকাশের ওপর ঈমান ১৩৮

হিসাব-নিকাশের প্রকার ১৩৯

ষষ্ঠত: প্রতিদানের বিষয়ে ঈমান ১৪১

৬- তাকদীরের ওপর ঈমান ১৪৩

প্রথমত: আল্লাহর ইলমের ওপর ঈমান ১৪৩

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ কর্তৃক লাওহে মাহফুযে তাকদীর লিখনের ওপর ঈমান ১৪৪

তৃতীয়ত: আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য চাওয়ার বাস্তবায়নের ওপর ঈমান ১৪৫

চতুর্থত: এ কথায় ঈমান আনা যে, সমস্ত জগত আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁরই আবিষ্কার ১৪৬

পঞ্চমত: আল্লাহর মাশীআহ তথা ঐকান্তিক চাওয়া ও পছন্দের মাঝে কোনো সংযোগ নেই—এ কথার ওপর ঈমান রাখা ১৪৭

ষষ্ঠত: এ কথায় ঈমান আনা যে, শরীয়ত ও তাকদীরের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই ১৪৮

তাকদীর সম্পর্কে দু'টি দল বিপথগামী হয়েছে ১৫০

১- তাকদীর অস্বীকারকারী কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় ১৫০

২- জাবারিয়্যাহ সম্প্রদায় ১৫০

আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ১৫২

এ মাসআলায় দু'টি দল বিপথগামী হয়েছে ১৫৪

এক- জাহমিয়া ও মু'তাযিলা ১৫৪

দুই. সিফাত সাব্যস্তকারী বলে পরিচিত কুল্যাবি, আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায় ১৫৪

আল্লাহর দর্শন লাভ ১৫৬

এ মাসআলায় দু'টি দল বিপথগামী হয়েছে ১৫৭

এক. সিফাত অস্বীকারকারী জাহামিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণকারী রাফেযী ও ইবাদিয়্যাহ সম্প্রদায় ১৫৭

দুই. কুসংস্কারপন্থী বিদ'আতী ও সূফীবাদী ১৫৮

ঈমানের হাকীকত ১৫৯

ঈমানের সংজ্ঞা ১৫৯

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ১৬০

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ১৬১

ঈমানের বিবিধ স্তর ১৬২
ঈমানদারগণের স্তর ১৬২
ঈমানে ইনশাআল্লাহ বলা ১৬৩
ঈমান ও কবীরা গুনাহ ১৬৪
কবীরা গুনাহের ব্যাপারে বিপথগামী মতসমূহ ১৬৫
মুরজিয়াহ ও ওয়া'য়িদিয়্যাহ উভয় দলের কথা অমূলক হওয়ার উৎস ১৬৮
ইমামত ও জামা'আত [নেতৃত্ব ও ঐক্যবদ্ধ থাকা] ১৭০
সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম ১৭৪
বিশেষ বিবেচনায় সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বা স্তরের পার্থক্য ১৭৮
সাহাবীগণের বিষয়ে আমাদের করণীয় ১৮২
আল্লাহর ওলীগণ ১৮৫
ভিত স্থাপন ও দলীল প্রদানের ক্ষেত্রে সামষ্টিক মূলনীতি ১৮৭
আকীদার সম্পূরক বিষয়সমূহ ১৯০
দীন ও তরীকা ১৯৫
আহলুস সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত হচ্ছে মধ্যমপন্থী দল ১৯৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আর নিজেদের আত্মার অনিষ্টতা থেকে ও আমাদের আমলসমূহের মন্দ পরিণতি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। যিনি এ কথা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ۝٢﴾ [الجمعة: ٢]

“তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত, যদিও ইতঃপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।” [সূরা আল-জুমু‘আ: ০২]

আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাকে প্রেরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ۝١٦٤﴾ [ال عمران: ١٦٤]

“আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।” [সূরা আলে ইমরান: ১৬৪] অতঃপর...

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং স্পষ্ট ভ্রান্তি থেকে পরিপূর্ণ হিদায়াতের দিকে আবির্ভূত করতে পারেন, যা দ্বারা বক্ষ উন্মুক্ত হয় এবং অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে। কারণ, হিদায়াত হলো উপকারী জ্ঞান এবং সত্য দীন হলো সৎকর্ম। এ দুটি মহান স্তম্ভের উপর ভিত্তি করেই পবিত্র জীবন অস্তিত্ব লাভ করে।

বান্দার বিশ্বাস, ইবাদত, মু‘আমালা ও চারিত্রিক গুণাবলির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়াবলির বর্ণনা, অস্পষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা এবং সকল কিছুর বিস্তারিত ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে বিশুদ্ধ সুন্নায়। যেমন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»

“জেনে রাখো! আমাকে কিতাব ও তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে।”[১]

ইসলামী আকীদা হলো এ দীনের স্তম্ভ, ভিত্তি এবং শক্তির রহস্য। আর এ দীন সকল দীনের ওপর বিজয়ী হবে। এর প্রধান কারণ হলো, এতে রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোনো দীনের মধ্যে নেই। যেমন,

প্রথমত: তাওহীদ: এককভাবে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত এবং এককভাবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা।

০১. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৬০৪। হাদীসটি মিকদাম ইবন মা‘দীকারিব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত।